ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

প্রেমিকের সাথে হচ্ছে বিয়ে, তবুও তামান্না খুঁজছেন ভালো বাসা

পৃঃ ৫

টানা তিন সেঞ্চুরিতে তিলাকের বিশ্ব রেকর্ড

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩২১ ● কলকাতা ● ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ডাকাত-ধর্ষক-জঙ্গিদের সঙ্গেই

জেলে থাকতে হচ্ছে চিন্ময় প্রভুকে

চট্টগ্রাম: নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের প্রধান সেনাপতি চিন্ময় প্রভুকে বিশেষ বন্দির মর্যাদা দেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। অর্থাৎ জেলের ভিতরে আলাদা সেল ছাড়াও বিশেষ সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারকের সেই নির্দেশ অমান্য করেছেন চট্টগ্রাম জেলের শীর্ষ আধিকারিকরা।চিন্ময় প্রভুর গ্রেফতারের খবরে ফুঁসে ওঠেন গোটা দেশের হিন্দুরা। রাতেই রাজপথে নামেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। অবিলম্বে সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্রের মুক্তির দাবি জানান। সেই দাবি মানেনি মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। গত মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে আদালতে হাজির করা হয়। তার পক্ষের আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। বেলা পৌনে ১২টার দিকে চট্টগ্রাম ষষ্ঠ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক কাজী শরীফুল ইসলাম শুনানি শেষে জামিন আর্জি খারিজ করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।'

বিশেষ বন্দির মর্যাদা না দিয়ে পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষকে সাধারণ বন্দি অর্থাৎ ডাকাত-ধর্ষক-খুনি-জঙ্গিদের সঙ্গেই রাখা হয়েছে। আর বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যেখানে মুসলিম জঙ্গি ও মৌলবাদীদের নিশানায় রয়েছেন চিন্ময় প্রভু, সেখানে কেন তাঁকে সাধারণ বন্দিদের

এরপর ৩ পাতায়

এত কথা বলতে কে বলেছে?',

'বিদ্রোহী' হুমায়ুনকে 'ধমক' মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেফাঁস মন্তব্যের জেরে বরাবরই চর্চায় ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । বুধবার দলের তরফে তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় হুমায়ুনকে রীতিমতো ধমক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে এত কথা বলতে কে বলেছে?'।সূত্রের খবর, সেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধয়ায় রীতিমতো ধমক দেন হুমায়ুন কবীরকে। প্রশ্ন করেন, যাবতীয় অভিযোগ নিয়ে শুধুমাত্র দলের অন্দরে কথা বলার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র এত কথা কেন। বলেন, "তোমাকে এত কথা বলতে কে বলেছে?" এর পরই তড়িঘড়ি শোকজের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। বলেন, "তোমার বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ হবে, তা আমি দেখবো।" প্রসঙ্গত, এদিন বিধানসভায় সদ্য নির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে দেখা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় কর্মসমিতির সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। এদিকে কমানো হয়েছে হুমায়ুন কবীরের। বারবার বিতর্কিত মন্তব্যের জেরেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি ওয়াকিবহল মহলের ।এর পরই অবিলম্বে শোকজের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। বিধায়ককে সরাসরি জানান, তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ হবে তা তিনি নিজেই ঠিক করবেন। এদিকে কমানো হয়েছে হুমায়ুন কবীরের নিরাপত্তা।

গত সোমবার কালীঘাটে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিনই দলের শৃঙ্খলারক্ষায় একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার ঠিক পরেরদিনই কোনও নির্দেশের তোয়াক্কা না করে বেফাঁস মন্তব্য করেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বুধবারই তাঁকে শোকজ করে দল। তিনদিনের মধ্যে জবাবের নির্দেশ দেওয়া হয়। এসবের মাঝেই বৃহস্পতিবার বিধানসভায় আসেন হুমায়ুন। অধিবেশনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়ে দলের বিধায়করা দেখা করেন। কিন্তু প্রথমে হুমায়ুনকে যেতে দেখা যায়নি। পরবর্তীতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

'কাকু'র জামিন-মামলায়

সিবিআই-কে ভর্ৎসনা করল হাই কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র আগাম জামিন মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের সমালোচনার মুখে পড়ল সিবিআই। আদালত প্রশ্ন তুলল, দেড় বছর পরে কেন 'কাকু'কে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন পড়ল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার? ইডির মামলায় এর আগেই জামিন চেয়ে হাই কোর্টে আবেদন করেছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে ওই মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। রায় ঘোষণা স্থগিত রয়েছে। তারই মধ্যে নতুন মামলায় স্বস্তি পেতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ।ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, অভিযুক্ত জামিন পেতে পারেন ভেবেই কি সিবিআই তাঁকে হেফাজতে চাইছে? বিচারপতি বাগচীর মন্তব্য,

এরপর ৩ পাতায়

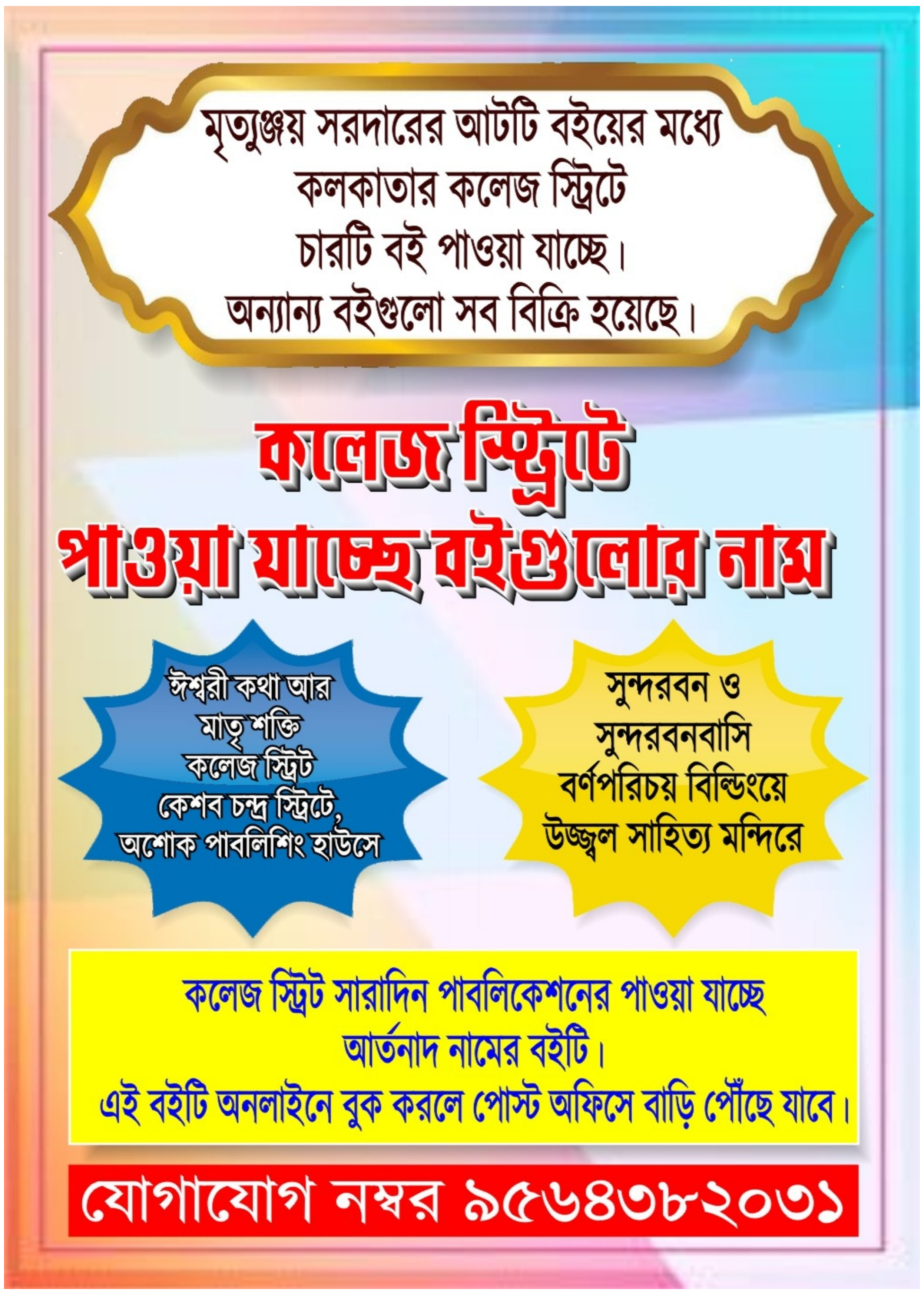

কাশী, মথুরা ও সম্ভলের পর এবার আজমির শরিফের

জায়গায় মন্দির ছিল বলে দাবি হিন্দুত্ববাদীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাশী, মথুরা ও সম্ভলের পর এবার ভারতের বিখ্যাত মাজার আজমির শরিফের নিচে মন্দির আছে দাবি করে আদালতে পিটিশন দায়ের করেছে দেশটির উগ্রবাদী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু সেনা। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে এই পিটিশন দায়ের করার পর আজমীরের একটি আদালত দাবিটি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি, বারাণসী, মথুরা ও ধরর ভোজশালাসহ সারাদেশের বড় বড় মাজারগুলোর ক্ষেত্রেও একই দাবি তুলেছে হিন্দু সেনা।-এনডিটিভি

বুধবার (২৭ নভেম্বর) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে জানায়, আদালতে দায়ের করা পিটিশনে ১৯১১ সালে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হর্বিলাস সার্দার লেখা একটি বইয়ের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আজমির শরিফের চারপাশে হিন্দু ধর্মের মৃৎশিল্প ও খোদাই রয়েছে। ওই বইয়ে দাবি করা হয়েছিল, শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে দরগাটি তৈরি করা হয়েছে ও এটির সবচেয়ে পবিত্রতম জায়গায় এখনো একটি জৈন মন্দির রয়েছে।

মাত্র দু'দিন আগে উত্তরপ্রদেশের সামভালে মসজিদের নিচে মন্দির থাকার দাবিতে জরিপ চালানো নিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে তিন মুসলিমসহ ছয়জন নিহত হয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই এবার রাজস্থানের আজমিরে অবস্থিত এই বিখ্যাত দরগাতে মন্দির রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন স্থানীয় আদালত। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে ২০ ডিসেম্বর।

সূফি সাধক মইনউদ্দিন চিশতির দরগাটি আজমির শরিফ হিসেবে পরিচিত। পিটিশন দায়ের করা ব্যক্তিরা দাবি করেছেন, দরগাটিতে একটি শিব মন্দির রয়েছে। পিটিশনাররা আবারও সেখানে হিন্দুদের পূজা করার অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

পিটিশনারদের আইনজীবী যোগেশ শিরোজা বলেছেন, দেওয়ানি বিচারক মনমোহন চান্দেল এ ব্যাপারে আজমির দরগাহ কমিটি, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও ভারতীয় ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থার নয়াদিল্লি অফিসকে নোটিশ পাঠিয়েছেন। তাদের সবাইকে নিজ নিজ জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এই বিচারক।

পিটিশন দায়ের করা উগ্রপন্থি হিন্দু সেনার প্রধান নেতা বিষ্ণু গুপ্ত বলেছেন, আমাদের দাবি হলো- আজমির শরিফকে 'সংকট মোচন মহাদেব' মন্দির হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। যদি দরগার কোনো ধরনের নিবন্ধন থেকেও থাকে, সেটি বাতিল করতে হবে। ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থাকে দিয়ে সেখানে জরিপ করাতে হবে ও জায়গাটিতে হিন্দুদের পূজা করার অধিকার দিতে হবে।

এদিকে, মাজার কমিটি এই দাবি অস্বীকার করেছে। আঞ্জুমান সৈয়দ জাদগানের সেক্রেটারি সৈয়দ সারওয়ার চিশতী বলেন, এখানে বহুতত্ববাদ প্রচার হয়। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়াসহ সব ধর্ম বর্ণের মানুষ এই মাজারে আসেন।

দরগা কমিটি বলছে, এই ধরনের পিটিশন ও আদালতের এমন সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আদালত আজ তিনটি পক্ষকেই নোটিশ পাঠিয়েছে। আমরা কী করতে পারি দেখবো। কাশী ও মথুরার প্রাচীন মসজিদগুলিকে লক্ষ্য করেও এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, যা মোটেই ভালো হচ্ছে না।

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান,

সুষ্ঠ সমাজ গঠনে বর্ধমান জেলায় জিটি রোডে পথে পথে স্বপন বাউলের শান্তি সম্প্রীতির গান-

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সুষ্ঠ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে,পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে,পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে , শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করতে সবসময় নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে পথে নামেন পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল। তার এই নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজ সেবার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, রাজ্য, দেশ, বিদেশ তাকে সম্মানিত করেছেন পুরস্কার, উপহার, সম্মান পত্র ও গুণীজন সংবর্ধনায় যা দেখে মুগ্ধ হতেই হয়। রাজ্যের দূলক্ষ লোক শিল্পী বাউলদের মধ্যে স্বপন দত্ত বাউলের দাবি তিনিই একমাএ নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় বাউল । সত্যিই একথা আজ পর্যন্ত কেউ প্রতিবাদ করতে পারে নি যে স্বপন দত্ত বাউলের মত বিভিন্ন বিষয়ে সমাজ সচেতন এর কাজ দির্ঘ বহু বছর ধরে নিঃস্বার্থ ভাবে পথে নেমে কেউ করে দেখাতে পেরেছে বলে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী, স্বপন দত্ত বাউল বৃস্পতিবার বর্ধমানের ব্যাস্ত রাস্তার গোলাপবাগ, সরাইটিকর জিটি রোডে শান্তি সম্প্রীতি গড়তে একে অপরকে ভাই ভাই বলে টেনে নিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে গানে গানে মুখরিত করলেন। বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে কুষ্টিয়ায় সম্মানিত , বাউলের জনক লালন ফকিরের আদর্শে অনুপ্রাণিত মুখে মুখেই কথায় কথায় গান তৈরি করে বাউলের সুরে চারণ কবি , শিল্পী রূপে খালি গলায় স্বপন বাউলের গানে উঠে এলো মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। জাত পাতের ভেদাভেদ ভুলে আমাদের ভাবতে হবে , একিই মায়ের সন্তান অমরা একটাই জাতি একটাই প্রাণ।

পথ চলতি মানুষ তপন রায় বলেন চারিদিকে সমাজের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠছে। আবার শিক্ষক হারুনল রসিদ বলেন এই খারাপ সময়েও স্বপন বাউলের শান্তি সম্প্রতি রক্ষায় বর্ধমানের পথে পথে এমন মহতী বার্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে স্বপন বাউল বলেন ভারতবর্ষ সকল ধর্মের সমাবেশ এখানে নানা ভাষা ভাষী, নানা ধর্মের মানুষ বাস করেন। কিন্তূ সকলকেই সচেতন হতে হবে, মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে কেহ নাই। আমাদের সকলেরই রক্তের রং লাল সুতরাং জাত পাতের ভেদাভেদ, জাতপাতের গোঁড়ামি, হিংসা, বিদ্বেষ খুনোখুনি, প্রাণহানি, মারামারি ,দাঙ্গা সব ভুলে সব সময় মনে করতে হবে অমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ শিখ জৈন,খ্রিস্টান সকলেই একটাই জাতি একটা প্রাণ। প্রেম আনন্দে ভেসে মানুষ পুজন মানুষ ভজন করলেই একে অপরকে ভাই ভাই বলে জড়িয়ে ধরে একে অপরের পাশে নিঃস্বার্থ ভাবে সবসময় দাঁড়ালেই শুধূ ভারতবর্ষ কেনো সারা পৃথিবীতে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা পাবে সুষ্ঠ সমাজ গঠন হবে। স্বপন বাউল আরো বলেন যে মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তোলার জন্যই আমি সবসময় পথে নামি শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় সকল মানুষকে এক হয়ে আমার মত হাতে হাত মিলিয়ে সচেতন নিজে হয়ে অপরকেও সচেতন করতে হবে।

ওয়াকফ বিরোধিতায় নেতৃত্বে আমরাই',

বিধানসভায় বললেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় ওয়াকফ সংক্রান্ত আলোচনায় কেন্দ্রকে একের পর এক তির বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা সাফ বলে দিলেন, ওয়াকফ সংক্রান্ত যে বিল কেন্দ্র এনেছে, সেটা রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করেই আনা হয়েছে। এটা ফেডারাল স্ট্রাকচারের বিরোধী।ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আবার লোকসভায় তৃণমূলের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ঘুরিয়ে কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা দেন তিনি। তিনি বলেন, “লোকসভায় এটা অনেকে বিরোধিতা করছে অনেকে সমর্থন করছে। সেখানে আমাদের যা সাংসদ সংখ্যা তারা যদি সবাই বিষয়টা তোলে।” সঙ্গে সঙ্গে মমতা বলে দেন, “লোকসভার বিষয় এটা যদিও। তবে কারা কোন দল এটা নিয়ে কী করছে, সেটা তাদের নিজের ইমোশোনের ব্যাপার। এটা নিয়ে তৃণমূল লিড করছে। এইটুকু বললাম। আমি বুলডোজার পাঠিয়ে কারও সম্পত্তি ভেঙে দিতে পারব না।”একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, লোকসভায় ওয়াকফ বিরোধী প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তৃণমূলই।

রাজ্য বিধানসভায় ওয়াকফ বিল বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “ওয়াকফ বিল নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা সরকার করেনি। কেন্দ্র যে আইন এনেছে তা লাঘু হলে ওয়াকফ ব্যবস্থা ধ্বংস হবে। আমি মনে করি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। কারণ রাজ্যেও ওয়াকফ সম্পত্তি আছে।” মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, “এই বিলের মাধ্যমে একটি ধর্ম কে নির্দিষ্ট করে টার্গেট করা হচ্ছে। এই বিল একটি ধর্মের বিরুদ্ধে। এটা সাম্যের অধিকার কেড়ে নিয়েছে।”মুখ্যমন্ত্রী ওয়াকফ বিলের একাধিক ত্রুটি তুলে ধরেন। মমতা বলেন, “এই বিলটির মাধ্যমে ২৬ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার

এরপর ৩ পাতায়

প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। লোকসভার সদস্য হিসেবে এবারই প্রথম এমপি নির্বাচিত হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। বৃহস্পতিবার সকালে স্পিকার ওম বিড়লা এবং অন্যান্য সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রিয়াঙ্কা লোকসভায় শপথবাক্য পাঠ করেন।

প্রিয়াঙ্কার শপথ গ্রহণের মধ্যদিয়ে গান্ধী পরিবারের তিন জন সংসদ সদস্য হলেন। ভাই রাহুল গান্ধীর ছেড়ে দেয়া আসন থেকে উপ নির্বাচনে জয়ী হন তিনি। রাহুল দুইটি আসনে জয়ী হন। রাহুল ওয়েনাদ ও উত্তর প্রদেশের রায়বেরলি আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে ওয়েনাদের আসনটি ছেড়ে দিলে সেখান থেকে প্রিয়াঙ্কা উপ নির্বাচনে প্রার্থী হন।

প্রিয়াঙ্কার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন ১৬ জন। এরমধ্যে কংগ্রেসের প্রিয়াঙ্কা, সিপিআইয়ের সত্যান মোকেরি ও বিজেপ্বির নভ্যা হরিদাস ছিলেন প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রিয়াঙ্কার শপথ গ্রহণের বিশেষ মুহূর্তে লোকসভার গ্যালারিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে ভাই রাহুল গান্ধী ও স্বামী রবার্ট ভদ্র উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, 'ডেকান হেলান্ডের' এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা নির্বাচনে ৪ লাখ ১০ হাজার ৯৩১ ভোটের বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী হন। গত সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় ভোটারের উপস্থিতি ৯ শতাংশ কম হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়াঙ্কার প্রাপ্ত ভোটের হার ৬৫ শতাংশ।

বাংলার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিতে

মাটির প্রধান জৈব-নির্দেশক শনাক্তকরণে

ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণের যুগান্তকারী সমীক্ষা

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : মাটির প্রধান জৈব উপাদান কেঁচো সুস্থ বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুষ্টিচক্র সচল রাখা, মাটির মধ্যে বায়ু চলাচল এবং মাটির গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও গাছপালার বেড়ে ওঠায় এর অবদান অপরিসীম। সুস্থিত বাস্তুতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রেখে দীর্ঘমেয়াদে তার সুস্বাস্থ্য কিভাবে বজায় রাখা যায়, মাটির গুণমান পরীক্ষা করে গবেষকরা তা বোঝার চেষ্টা করেন। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিতে কেঁচোর বিভিন্ন প্রজাতির স্থানিক বন্টন নিয়ে একটি গবেষণা শুরু করেছে। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর গবেষক ডঃ শাকুর আহমেদ ২২ ধরনের প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন। এর মধ্যে রায়গঞ্জ অভয়ারণ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ডঃ এন মারিমুথু তাঁর বিশ্লেষণে নয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক প্রজাতির হদিশ পেয়েছেন। রায়গঞ্জ ছাড়া সব অভয়ারণ্যেই নির্দেশক হিসেবে অন্তত একটি করে বিদেশি প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। পাখিদের বাসা বাঁধার স্থান হিসেবে পরিচিত রায়গঞ্জে নির্দেশক হিসেবে ইউটিফোস নিকোলসোনি নামে স্থানীয় প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

ফ্রন্টিয়ার্স ইন ইকলজি অ্যান্ড এভোলিউশন-এ প্রকাশিত এইসব তথ্য থেকে আমরা কেঁচোর প্রজাতিগত বৈচির্ত্য এবং অভয়ারণ্যগুলিতে বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। কেঁচো ক্ষয়ে যাওয়া জৈব পদার্থ গ্রহণ করে, তা হজম করে এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ ভার্মিকাস্ট নিঃসরণ করে। পুষ্টি ও উপকারী জীবাণু সমৃদ্ধ এই প্রাকৃতিক সার মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, উদ্ভিদের বিকাশে সহায়ক হয় এবং রাসায়নিক সারের চমৎকার বিকল্প হিসেবে কাজ করে। ভার্মিকম্পোস্টিং-এ জৈব বর্জ্যের পচন ত্বরান্বিত করতে কেঁচোকে ব্যবহার করা হয়।

কেঁচোর বিভিন্ন প্রজাতির স্থানিক বন্টন বিশ্লেষণের জন্য ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর উদ্যোগে বল্লভপুর, বেথুয়া ডহরি, বিভূতিভূষণ, রায়গঞ্জ / কুলিক এবং রমনাবাগান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে সমীক্ষা চালানো হয়। ডঃ শাকুর আহমেদ ১২টি বংশ এবং ছ'টি পরিবারের মোট ২২ ধরনের প্রজাতি শনাক্ত

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

ডাকাত-ধর্ষক-জঙ্গিদের সঙ্গেই জেলে থাকতে হচ্ছে চিন্ময় প্রভুকে

সঙ্গে রাখা হল, তা নিয়ে সাফাই দিতে গিয়ে আদালতকে কাঠগড়ায় তুলেছেন জেল আধিকারিকরা। চট্টগ্রাম কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল হোসেন জানিয়েছেন, 'চিন্ময় দাসকে গত মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) ডিভিশন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। কিন্তু বুধবার রাত পর্যন্ত ওই বিষয়ে আদালতের লিখিত নির্দেশ হাতে না পাওয়ায় সাধারণ বন্দিদের সঙ্গেই রাখা হয়েছে। তবে নিরাপদই রয়েছেন তিনি। তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। আদালতের নির্দেশ পেলেই বিশেষ বন্দির সুবিধা দেওয়া হবে।' নিরামিশাষী ধর্মগুরুকে জেলের খাবার দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়ে জেল সুপার বলেন, 'বাইরের খাবার আনার সুযোগ নেই। তাই জেলের খাবারই দেওয়া হচ্ছে। নিরামিষ খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।' গত ৪৮ ঘন্টায় চিন্ময় প্রভুর সঙ্গে তাঁর আইনজীবী শুভাশিস শর্মা কিংবা অন্য কেউ দেখা করতে জেলে যাননি বলেও জানিয়েছেন ইকবাল হোসেন। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা জমানা পতনের পরেই বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়েছে হিন্দু নিধন যজ্ঞ। বিএনপি-জামায়াত ইসলামীর মতো মূলধারার রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি বেশ হিযবুত তাহরী, আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের জঙ্গিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিন্দুদের উপরে। বাড়ি-ঘর লুঠ করার পাশাপাশি অগ্নিসংযোগ করা, মন্দির পুড়িয়ে ফেলা, কোনও কিছু বাকি থাকছে না। আর হিন্দুদের নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন ইসকন সংগঠক তথা চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। যিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে চিন্ময় প্রভু হিসাবেই পরিচিত। গত কয়েকদিন ধরে চট্টগ্রাম, রংপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর উদ্যোগেই বিশাল হিন্দু সমাবেশের আয়োজন হয়। তাতেই মাথা ঘুরে যায় মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের। গতকাল সোমবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে তাঁকে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়।

১-ম পাতার পর

'কাকু'র জামিন-মামলায় সিবিআই-কে ভর্ৎসনা করল হাই কোর্ট

"দেড় বছর ধরে অভিযুক্ত ইডির মামলায় হেফাজতে রয়েছেন। এখন ওই মামলায় হাই কোর্ট থেকে উনি জামিন পেতে পারেন। তাই কি সিবিআই ঝাঁপিয়ে পড়ল? তদন্ত করার হলে এত দিন তারা কী করছিল?'' বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, এত দিন কেন 'কাকু'কে জিজ্ঞাসাবাদের কথা মনে হল না সিবিআইয়ের?

সিবিআই অবশ্য 'কাকু'র আগাম জামিন চেয়ে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালতে। তদন্তকারী সংস্থার যুক্তি, অভিযুক্তকে আগেই 'শোন অ্যারেস্ট' করা হয়েছে। কালীঘাটের 'কাকু'। গত হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বলে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া যায়নি। এই অবস্থায় তিনি কী ভাবে আগাম জামিনের মামলা করতে পারেন? পাল্টা সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবী জানান, ওই বিষয়ে বক্তব্য জানানোর সময় দেওয়া হোক। শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানি। ফলে বৃহস্পতিবার 'কালীঘাটের কাকু'র আগাম জামিন মামলায় কোনও হস্তক্ষেপ করল না আদালত। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হতে পারেন, এমন আশঙ্কা করে বুধবার আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করেছিলেন কালীঘাটের 'কাকু'। গত সোমবার প্রাথমিক নিয়োগ মামলার তদন্তের স্বার্থে 'কাকু'কে আদালতে হাজির করানোর আবেদন করেছিল সিবিআই। কিন্তু বুকে ব্যথার কারণে মঙ্গলবার সিবিআই বিশেষ আদালতে হাজিরাই দিতে পারেননি তিনি। জেলের তরফে জানানো হয়, ভার্চুয়ালি তিনি হাজির থাকতে পারেন। কিন্তু আদালত জানায়, সিবিআই যে হেতু তাঁকে হেফাজতে চাইছে, তাই সশরীরে আদালতে হাজির করাতে হবে। সেই মতো বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ২৮ নভেম্বর সুজয়কৃষ্ণকে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। তার পরেই বুধবার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন কাকু।

২ পাতার পর

ওয়াকফ বিরোধিতায় নেতৃত্বে আমরাই', বিধানসভায় বললেন মমতা

অধিকার ও ১৪ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকার কে লজ্জিত করা হয়েছে। এই কারণে আমরা এই বিলটির কঠোর প্রতিবাদ করছি। এই বিল এইভাবে নিয়ে এসে রাজ্য বিধানসভাকেও অপমান করা হয়েছে।" মমতা স্পষ্ট করে বলে দেন, বাংলায় বুলডোজার নীতি চলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "ওয়াকফ সম্পত্তিতে শুধু মুসলিমরা দান করে, তা নয়। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও দান করে। অনেক উন্নয়নের কাজ হয়। তাঁদের কি বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে এই বিলে এনে?" আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তি কতটা দখলমুক্ত হয়েছে? জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে। বুলডোজার দিয়ে সম্পত্তি ভাঙা যাবে না। এখানে ওয়াকফ সম্পত্তি দখলমুক্ত করার জন্য বোর্ড নোটিস দিয়েছে ওয়াকফ আইনের আওতায়। ১৫৫ টা কেস হয়েছে। এইগুলো ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছে।"

এবার ভারতের সংসদে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গণঅভ্যুত্থানে পতিত স্বৈরাচার হাসিনার পতনের পর থেকে ভারত অভিযোগ করে আসছে বাংলাদেশে হিন্দুসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুরা ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। হিন্দুদের শত শত মন্দির, ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো অতিরঞ্জিত খবরও প্রকাশ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম। -এনডিটিভি, পিটিআই

এসবের জবাবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ভারতীয় সাংবাদিকদের বাংলাদেশে এসে সরেজমিন প্রতিবেদন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অতিরঞ্জিত ও কথিত অভিযোগের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করা বন্ধ হয়নি। এর মধ্যেই বাংলাদেশ সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস রাষ্ট্রদ্রোহের এক মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে ভারত।

বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) ভারতের সংসদ লোকসভায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর কথিত হামলার অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলছে, লোকসভায় (সংসদে) কয়েকজন সংসদ সদস্য বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। তারা জানতে চান, বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির ও প্রতীমা ভাঙচুরের ঘটনা বেড়েছে কি না। ভারত সরকার এই বিষয়টি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে উত্থাপন করেছে কি না।

এসব প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং সংসদে বলেন, 'বাংলাদেশে গত কয়েক মাসে হিন্দু মন্দির ও প্রতীমা ভাঙচুরের ঘটনার তথ্য শোনা গেছে। ভারত সরকার এ ব্যাপারে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে তাঁতিবাজারে পূজামণ্ডপে হামলা, সাতক্ষীরার কালী মন্দির থেকে দুর্গাপূজার সময় সোনার মুকুট চুরির ঘটনা।'

তিনি বলেন, 'ভারত সরকার হিন্দুসহ সব সংখ্যালঘুর প্রার্থনাস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এছাড়া সংখ্যালঘুসহ দেশটির সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের বলে জানিয়ে দিয়েছে ভারত।"

এদিকে, সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার এবং পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তারা দু'জন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রতিক নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার কথিত অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেন।

অন্যদিকে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, অন্য দেশের বিষয় হওয়ায় এটি নিয়ে তিনি মন্তব্য করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় দেওয়া বক্তৃতায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

বক্তৃতায় মমতা বন্দোপাধ্যায় বাংলাদেশের বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছেন, 'এই সমস্যাটি কেন্দ্রীয় সরকারের সমাধানের বিষয় এবং তার রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ একটি ভিন্ন দেশ। ভারত সরকার এটি দেখবে। এটি আমাদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। আমাদের এটি নিয়ে কথা বলা বা হস্তক্ষেপ করার কথা নয়। আমরা ভেতরে ভেতরে দুঃখ পেলেও কেন্দ্রের নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করি।'

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ইসকনের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছেন বলেও জানিয়েছেন। তবে ইসকনের নেতাদের সঙ্গে কী ধরনের আলোচনা হয়েছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি তিনি।

ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভারতে একটিমাত্র পেমেন্ট ব্যাঙ্ক রয়েছে সেটি হল, ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক (আইপিপিবি)। ডাক দপ্তরের অধীন এই ব্যাঙ্কের ৬৫০টি শাখা রয়েছে। ডাকঘরের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৩ হাজারেরও বেশি জায়গা থেকে এতে লেনদেন করা যায়।

আইপিপিবি সেভিংস ও কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, ভার্চ্যুয়াল ডেবিট কার্ড, দেশের মধ্যে অর্থ পাঠানোর পরিষেবা, বিল পেমেন্ট, বিমা পরিষেবা, পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্ট, ডাকঘরের সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে অনলাইন পেমেন্ট, ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট, আধার-ভিত্তিক অর্থ প্রদান ব্যবস্থা, আধারে মোবাইল নম্বর পরিবর্তন এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়সীদের জন্য শিশু নথিভুক্তিকরণ পরিষেবার মতো বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে।

মহারাষ্ট্রের সম্ভাজিনগর জেলায় আইপিপিবি-র ৬,৮০,৭৯৪টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ২৯,৭৪,০০৯, ত্রিপুরাতে রয়েছে ৮৯,২৮২টি অ্যাকাউন্ট।

সাধারণ মানুষকে আইপিপিবি-র পরিষেবা সম্পর্কে জানাতে প্রতিটি ডাকঘরে এর ব্র্যান্ডেড সাইনেজ বসানো হয়েছে। ডাক বিভাগ ও আইপিপিবি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় শিবির স্থাপন করে। এছাড়া রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এর প্রচার চালানো হয়।

আইপিপিবি-র মোবাইল সেটের সাহায্যে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর, ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট, আধারে মোবাইল নম্বর পরিবর্তনের মতো পরিষেবা বাড়িতে গিয়ে দেওয়া হয়।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ডঃ পেম্মাসানি চন্দ্রশেখর এই তথ্য জানিয়েছেন।

চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ হেমন্তের,

গোঁসা ভুলে 'ভাই'য়ের ডাকে যাবেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঝাড়খণ্ডে ঝড় তুলেছেন হেমন্ত সোরেন। ২৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে ধরে রেখেছেন নিজের গদি। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-কে উড়িয়ে ক্ষমতা দখলে রেখেছে ইন্ডিয়া। ফের একবার সরকার গড়ছেন হেমন্ত সোরেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদেও তিনিই বসতে চলেছেন আরও একবার। আজ, ২৮ নভেম্বরই হেমন্ত সোরেন দ্বিতীয়বারের জন্য শপথ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী পদে।

আজকের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি বাংলায় বন্যা নিয়ে তিনি ঝাড়খণ্ডের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুললেও, যাবতীয় দূরত্ব মিটিয়ে আজকের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যেতে পারেন তিনি। এছাড়াও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার, আপ নেতা অরবিন্দ কেজরীবাল, শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা উদ্ধব ঠাকরে, সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব, জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সুখু উপস্থিত থাকতে পারেন। আসতে পারেন উদয়নিধি স্ট্যালিন, কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল সহ ইন্ডিয়া জোটের একাধিক নেতৃত্ব।

জানা গিয়েছে, আজ বিকেল ৪টেয় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন হেমন্ত সোরেন। এই নিয়ে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, এবার একাই শপথ নেবেন হেমন্ত। কোনও মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ আজ হবে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩২১ সংখ্যা ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

বাংলার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিতে মাটির প্রধান জৈব-নির্দেশক শনাক্তকরণে ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণের যুগান্তকারী সমীক্ষা

করেন।

সবথেকে বেশি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে রায়গঞ্জ অভয়ারণ্যে (১৫)। এরপরে রয়েছে বেথুয়া ডহরি (১৪), বল্লভপুর (১১), বিভূতিভূষণ (১০) এবং রমনাবাগান (৮)। নির্দেশক প্রজাতি বিশ্লেষণে ২২টির মধ্যে ৯টি প্রজাতিকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কাজটি করেন ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর বিজ্ঞানী এবং জেনারেল নন-করডাটা সেকশনের ভারপ্রাপ্ত ডঃ এন মারিমুথু। এই ৯টি প্রজাতির মধ্যে তিনটি প্রজাতি বেথুয়া ডহরি, দুটি করে প্রজাতি বল্লভপুর ও রমনাবাগান এবং একটি করে প্রজাতি রায়গঞ্জ ও বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য থেকে পাওয়া গেছে।

রায়গঞ্জ ছাড়া অন্য সব অভয়ারণ্যে নির্দেশক হিসেবে অন্তত একটি করে বিদেশি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে এটি হল মেটাফায়ার পসথুমা, বেথুয়া ডহরির ক্ষেত্রে অ্যামিথাস আলেকজান্দ্রি, বল্লভপুরের ক্ষেত্রে ডিকোগাস্টার অ্যাফিনিস এবং রমনাবাগানের ক্ষেত্রে পোন্টোসকোলেক্স কর্থারাস।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, রায়গঞ্জে নির্দেশক হিসেবে যে একটিমাত্র স্থানীয় প্রজাতির সন্ধান মিলেছে তা হল, ইউটিফোস নিকলসোনি। এখানে আরও বেশ কিছু প্রজাতিও রয়েছে। এই স্থানটি পাখিদের বাসা বাঁধার স্থান হিসেবেও পরিচিত। সম্পূর্ণ গবেষণার ফলাফল সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স (এসসিআই) ফ্রন্টিয়ার্স ইন ইকলজি অ্যান্ড এভোলিউশন-এ প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জি ভার্মিকালচারের জন্য স্থানীয় প্রজাতির কেঁচো খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। বিদেশি প্রজাতিগুলিকে প্রায়শই ব্যবহার করা হলেও, স্থানীয় প্রজাতির ওপর জোর দেওয়া হলে কৃষি বাস্তুতন্ত্রের ওপর বহিরাগত প্রভাব প্রতিরোধ করা যাবে বলে তিনি মনে করেন।

সম্পাদকীয়

আরজি কর আন্দোলন নিয়ে ফের আক্রমণাত্মক মমতা

আরজি কর আন্দোলন পর্ব নিয়ে আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "আরজি করের ঘটনার সময় অনেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অপব্যবহার করেছেন। আমাদের কাছে প্রমাণও রয়েছে। জনগণের অর্থ যাঁরা নয়ছয় করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে!"সোমবার রাজ্য বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় গিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে যোগ দেন। সেখান থেকে চলে যান দমদম বিমানবন্দরে। ঝাড়খণ্ডে সম্প্রতি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে হেমন্ত সোরেনের জেএমএম নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে হেমন্তের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখানেই যোগ দিতে যাবেন মমতা। রাতেই ফিরবেন কলকাতায়।বৃহস্পতিবার ছিল বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনের চতুর্থ দিন। প্রথমার্ধ শুরু হয় প্রশ্নোত্তর এবং 'কলিং অ্যাটেনশন' পর্ব দিয়ে। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা প্রশ্ন করেন, "আমরা শুনেছি, আরজি কর-কাণ্ডের সময় অনেকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অপব্যবহার করেছেন। স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। সে ব্যাপারে কি রাজ্য জানে?" এই ঘটনায় রাজ্য কী পদক্ষেপ করবে, তা-ও জানতে চান সমীর। জবাবে মমতা বলেন, "সহজ-সরল মনে বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্তত এক শতাংশ মানুষ অপব্যবহার করেই! আরজি করের ঘটনার সময় অনেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অপব্যবহার করেছেন। আমাদের কাছে প্রমাণও রয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের টাকা কিন্তু আমার-আপনার নয়। ওই টাকা জনগণের। জনগণের অর্থ যাঁরা নয়ছয় করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ওই ঘটনায় প্রথম দফার তদন্ত হয়েছে। মিলেছে নানা সূত্র। আরও এক বার সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির সময় স্বাস্থ্যসাথী খাতে সরকারের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হয়। অভিযোগ ওঠে, সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতিতে থাকা চিকিৎসকেরা বেসরকারি হাসপাতালে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করে গিয়েছেন। তার জেরেই স্বাস্থ্যসাথীতে খরচ বৃদ্ধি। মমতার বুধবারের মন্তব্য স্বাস্থ্যসাথীর 'অপব্যবহার'-এর অভিযোগকে মান্যতা দিল বলে অনেকে মনে করছেন।পাশাপাশি, ট্যাব-কাণ্ড নিয়েও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "ট্যাব দিতে ১৬০০ কোটি টাকা দিয়েছিলাম। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থানের 'জামতাড়া গ্যাং' সেই টাকা তছরুপ করেছে। আমরা ট্যাব-কাণ্ডে জড়িতদের কান ধরতে পেরেছি। খুব শীঘ্রই মাথাও ধরতে পারব। পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই এত দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত করার জন্য।" উল্লেখ্য, সরকারি স্কুলের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার জন্য 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের অধীনে এককালীন ১০ হাজার টাকা করে দেয় সরকার। কিন্তু অভিযোগ, এ বছর রাজ্যের অনেক পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা ঢোকেনি। বরং তা চলে গিয়েছে অন্য কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। টাকা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা তুলেও নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষষ্ঠ পর্ব)

on the deity (Kairāti) as Śyāmā with peacock's tail on her head, dressed in bark-garment with a garland of 'gunjā' flowers, having three eyes and with postures of book and fearlessness in handsÓ (Haripada Chakraborti 69)। অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছধারী শ্যামা মা, গুঞ্জাফুলের মালা পরিহিতা। প্রসঙ্গত শারদাতিলক মোটামুটি ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের গ্রন্থ, মহারাষ্ট্রে রচিত। কিন্তু মধ্যযুগের শ্যামরূপা মন্দির নির্মিত হয়েছিল গৌড়বঙ্গের বীরভূমে।

বস্তুত বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে শাক্তধর্মের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। ৪২৩ খ্রিষ্টাব্দে গঙ্গাধর ইন্সক্রিপশনে একটি বিষ্ণু মন্দির স্থাপনা করা হয়েছে যা ডাকিনীদের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সেখানে আহ্বান জানানো হয়েছে মাতৃগণকে, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানান (হিস্ট্রি অভ শাক্ত রিলিজিয়ন ৭০)। এ থেকে একটি গৌণ সিদ্ধান্ত এই যে ডাকিনী শব্দটা ডাক বা ডঙ্কা থেকেই

এসে থাকবে, তিব্বতী প্রভাব নয়, যদিও শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন যে ডাকিনি এসেছে তিব্বতি ডাক থেকে যার অর্থ জ্ঞান (বাংলার শাক্তধর্ম ১৯৫), কিন্তু এমনও হতে পারে যে বাংলায় ডাকিনীবিদ্যা জনপ্রিয় হওয়ার পরে সেটি বাঙালি জ্ঞানীদের দ্বারা বাহিত হয়ে তিব্বতে গেছে এবং এই অর্থ উৎপন্ন হয়েছে। এর একটা কারণ হল এই যে আদিযুগে বাঙালি জ্ঞানীরা সঙ্গে একটি ডঙ্কা রাখতেন, যেটা তাঁরা কৃতকার্য হলে বাজাতেন, সেখান থেকে ডাক অর্থে জ্ঞানী এসে থাকতে পারে। ডাকের সঙ্গে ডঙ্কের সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে সুকুমার সেন লক্ষ্য করেছেন যে মধ্যবঙ্গে সাপের বিষের ওঝাকে ডঙ্ক বলা হয় (৩:১৯০)। যাই হোক, ডাকিনী, মাতৃগণ এবং বৈষ্ণবধর্মের এই সম্পর্ক চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটা নয়।

"কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে", বলেছেন রামপ্রসাদ। কমলাকান্ত গেয়েছিলেন "জানো না রে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়/মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনও কখনও পুরুষ হয়"।

কালীর পুরুষরূপের পেছনে একাধিক যুক্তি। তিনি জগদকারণ প্রকৃতি, কাজেই পুরুষ নারী নির্বিশেষে জীব জড় নির্বিশেষে চেতন অচেতন নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর অংশ, তাঁর থেকে উৎপন্ন।

কিন্তু আমি বলব, এ ছাড়া ইতিহাসের, বিশেষ করে কালীমূর্তিরূপবিবর্তনের তাৎক্ষণিক ইতিহাসের একটি ইঙ্গিত আছে, সে হল গুপ্তোত্তরযুগে, বিশেষ করে পালযুগে বজ্রযানের অক্ষোভ্যকুলের পুরুষ ও নারী দেবতাগণ, যাঁরা একত্রে যুগলরূপে আবির্ভূত হন।

"সাধারণতঃ অক্ষোভ্য কুলের সকল দেবদেবীরই বর্ণ নীল এবং তাঁহারা সকলেই ভীষণাকৃতি ও ভীতিপ্রদ, যদিও কখনও কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ... অক্ষোভ্য পঞ্চস্কন্ধের ভিতর বিজ্ঞানস্কন্ধের অধিপতি। ইনি পূর্বদিশার উপর আধিপত্য করেন, এবং পূর্বদিশাস্থ সকল দেবতাই তাঁহার কুলের অন্তর্গত। ইনি শিশির-ঋতুর মালিক, ইঁহার স্বাদ কটু, অক্ষোভ্যকুলের আর একটি নাম দ্বেষকুল। দ্বেষ তমোগুণের দ্যোতক বলিয়া এই কুলের বর্ণ নীল" (বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ৩৯)।

পূর্বদিকের বিষয়টা লক্ষ্য করতে হবে। মা কালীও উপমহাদেশের পূর্বদিকে আধিপত্য করেন, এবং মা কালীর বর্ণ নীল।

এই কুলের পুরুষদেবতারা (প্রায়ই এঁরা এঁদের শক্তির সঙ্গে একত্রে যুগনদ্ধরূপে কল্পিত) কালীর মূর্তিরূপ বিবর্তনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক হিসেবে আছেন, এজন্য কালী কেবল মেয়ে নয়, এই পুরুষ দেবতারাও কালীমূর্তির উৎসে বিরাজ করছেন।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৬ বছরের এক কিশোরী। গত ২৫ নভেম্বর ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের মধ্য প্রদেশের মউগঞ্জ জেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে হানুমানা থানা এলাকায়। এ ঘটনায় এরই মধ্যে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছেন- দুই ব্যক্তি তাকে অপহরণ করে 'জননী এক্সপ্রেস' অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে। এই অ্যাম্বুলেন্সটি মধ্য প্রদেশ সরকার পরিচালিত। এর মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার গর্ভবতী নারী, অসুস্থ শিশু এবং নিম্নআয়ের পরিবারের সদস্যদের জন্য জরুরি পরিবহন সেবা দেওয়া হয়ে থাকে।

অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি হলেন- অ্যাম্বুলেন্সচালক বিরেন্দ্র চতুর্বেদী এবং তার সহযোগী রাজেশ কেওয়াত। তারা মউগঞ্জ জেলার নাইগারহি তহসিলের বাসিন্দা।

মউগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার সর্না ঠাকুর জানান, গত ২৫ নভেম্বর ভুক্তভোগী এফআইআর দায়ের করেন। মেডিকেল পরীক্ষায় ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে। অভিযুক্তদের খোঁজে অভিযান চালানো হয় এবং নাইগারহি থেকে বুধবার রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

মউগঞ্জ আগে রেওয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০২৩ সালে এটিকে পৃথক জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, এক মাস আগেই রেওয়া জেলার গুরহ এলাকায় এক নববিবাহিত নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় আটজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

মোদিকে হত্যার হুমকি দিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন নারী গ্রেফতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নরেন্দ্র মোদীকে খুনের পরিকল্পনা করা হয়েছে! এমনই হুমকি ফোন গেল মুম্বাই পুলিশের কাছে। ফোনটি ৩৪ বছরের এক নারী করেন বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পারে পুলিশ। তার পরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নারী মানসিক ভাবে সুস্থ নন। তবুও কেন তিনি এই হুমকি ফোন করলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বাই পুলিশের ট্র্যাফিক কন্ট্রোল রুমে একটি হুমকি ফোন যায়। সেই হুমকি ফোনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এমনকি মোদিকে হত্যার জন্য অস্ত্র প্রস্তত রয়েছে বলেও দাবি করা হয়। এই ফোন পাওয়ার পরেই সক্রিয় হয় মুম্বাই পুলিশ। তদন্তের পর ওই নারীকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত বছর জুলাই মাসেও মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে হত্যার হুমকি দিয়ে ফোন দেয়া হয়েছিল মুম্বাই পুলিশের কাছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ধনের দেবী তাঁর সঙ্গে পেঁচা রেখে সকলকে জানিয়ে দেন, যিনি ভক্তিধন অন্বেষণ করবে, তিনি আমাকে পাবে আর যিনি পার্থিব-ধন অন্বেষণ করবে তিনি আমাকে নয় আমার পেচাঁকে লাভ করবে। প্রাচীন কাল হতে মা লক্ষী দেবীর প্রচলিত কিছু আচার অনুষ্ঠানের ধরণ ও পন্থা প্রতিদিন স্নান করে শুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মী গায়ত্রী মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন মা লক্ষ্মী। এই মন্ত্র জপ করার সময় পদ্মবীজের মালা ব্যবহার করলে ভাল। **ক্রমশঃ**

· সতর্কীকরণ ·

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৩ পাতার পর

চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ হেমন্তের, গোঁসা ভুলে 'ভাই'য়ের ডাকে যাবেন মমতা

না। আগামিকাল কংগ্রেসের সঙ্গে বৈঠকের পর মন্ত্রীপদ চূড়ান্ত করা হবে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই জানা গিয়েছিল, জোটসঙ্গী কংগ্রেস উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ দাবি করেছিল। কিন্তু জেএমএম তা সাফ খারিজ করে দেয়। কংগ্রেসকে ৪টি মন্ত্রীপদ দিতে রাজি হয়েছে হেমন্ত সোরেনের দল। কোন কোন মন্ত্রক নেবে, তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কংগ্রেস।অন্যদিকে, এবার মন্ত্রিসভায় আত্মপ্রকাশ হতে পারে হেমন্ত-জায়ারও। দুর্নীতি মামলার তদন্ত থেকে শুরু করে হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারি, বারেবারেই কল্পনা সোরেনের নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে উঠে এসেছিল। হেমন্তের অবর্তমানে ইন্ডিয়া জোট এবং রাজ্যে জেএমএম-র মুখ হয়েছিলেন তিনিই। এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও প্রার্থী হয়েছিলেন এবং জয়ীও হন। এবার তাঁকে মন্ত্রিসভায় আনতে পারেন হেমন্ত সোরেন।

সিনেমার খবর

ভাইরাল ভিডিওতে কটাক্ষের শিকার সামান্থা

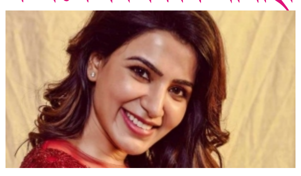

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণি জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু, ইতোমধ্যেই অভিনয় ক্যারিয়ারের ১৪ বছর পাড় করছেন তিনি। সামান্থার ক্যারিয়ারের শুরু হয়েছিল চলচ্চিত্রে নয়, বরং বিভিন্ন শো ও বিজ্ঞাপনেও কাজ করে। তার চরিত্রের ব্যাপক প্রশংসা পাওয়ার পর তিনি দক্ষিণী ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। 'চিটাগং', 'এওয়ার্ডস', ও 'র‍্যাম্প শো'-এ তার সৌন্দর্য এবং অভিনয় দক্ষতা তাকে এক বিশেষ জায়গায় নিয়ে গেছে। সম্প্রতি সামান্থা রুথ প্রভু অ্যাকশন ওয়েব সিরিজ 'সিটাডেল: হানি বানি' নিয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন।

জানা যায়, ২০২২ সালে মায়োসাইটিস নামে এক জটিল রোগে আক্রান্ত হন তিনি। রোগ ধরা পড়ার পর ওয়েব সিরিজ 'সিটাডেল: হানি বানি'র শুটিং করছিলেন অভিনেত্রী। শুটিং চলাকালে একদিন সেটেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারও ছিল না বলে জানান সামান্থা রুথ প্রভু। সম্প্রতি ওয়েব সিরিজ 'সিটাডেল: হানি বানি'র কলাকুশলীদের নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে এমনই তথ্য জানান অভিনেত্রী।

এছাড়াও ভাইরাল হয়েছে সামান্থার একটি ভিডিও। যা নিয়ে নেট দুনিয়ায় চলছে ব্যাপক আলোচনা। জানা যায়, ভিডিওটি ১৪ বছর আগের পুরোনো এবং এতে সামান্থাকে চেনা দূরুহ। অভিনেত্রীর এই রূপান্তর দেখে ভক্তরা একেবারে হতবাক। অনেকেই প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে এটি সামান্থা রুথ প্রভু। ভিডিওটি একটি ট্যালকম পাউডারের বিজ্ঞাপন থেকে নেওয়া, যেখানে সামান্থা গোলাপি ও হলুদ স্যুট পরে ক্যামেরার সামনে হাসতে হাসতে নাচছিলেন।

ভিডিওটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ায় নেটিজেনরা নানান মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সামান্থা সম্ভবত প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছেন এবং তার সৌন্দর্য অর্জনের পেছনে এই কারণ থাকতে পারে।

আবার কেউ কেউ রাশমিকা মান্দানার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেহেতু বর্তমান রূপে সামান্থার কিছুটা রাশমিকার মতো দেখতে মনে হচ্ছে।

আবার একজন লিখেছেন আমি দুজনের মধ্যে কোনো মিল দেখছি না, এটি পাগলামি।

অন্য আরেকজন লিখেছেন কোনোভাবেই এটি একই নয়। আরেকজন লিখেছেন বোটক্স, ফিলার ও সার্জারি। কিছু মন্তব্য এমন এসেছে যে, তারা বলেছেন ওর পুরো মুখ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

এদিকে সামান্থার সৌন্দর্যের প্রশংসাও করেছেন কিছু ভক্ত। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন তিনি তখনো সুন্দর ছিলেন, এখনো সুন্দর।

প্রেমিকের সাথে হচ্ছে বিয়ে, তবুও তামান্না খুঁজছেন ভালো বাসা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের প্রিয় তারকা দম্পতি হিসেবে এখন আলোচনার শীর্ষে তামান্না ভাটিয়া এবং বিজয় ভার্মা। তারা ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হিসেবেও জনপ্রিয়। শিগগিরই সম্পর্কের পরবর্তী স্তরে যেতে চলেছেন তারা। প্রস্তুতি নিয়েছেন বিয়ের।

আর নতুন জীবন শুরু করতে একটি ভালো বাসা খুঁজছেন তামান্না ও বিজয়। সেখানেই স্বপ্নের দাম্পত্যের যাত্রা করবেন তারা।

তামান্না ভাটিয়া এবং বিজয় ভার্মা ২০২৩ সালের 'লাস্ট স্টোরিজ ২' সিনেমার মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক জানান দিয়েছিলেন। এখন তারা বিয়ের প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে গুজব ছড়িয়েছে। যদিও তাদের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে নানা সূত্র থেকে জানা গেছে যে তারা ২০২৫ সালে বিয়ে করতে পারেন।

এই দম্পতি তাদের বিয়ের পর একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসের পরিকল্পনা করছেন।

সম্প্রতি, বিজয় ভার্মা শুভঙ্কর মিশ্রাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তামান্নার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি জানান, তাদের সম্পর্ক গোপন রাখতে চান না তারা। ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলো কেবল তাদের একান্ত। তাদের একসাথে ৫,০০০ এরও বেশি ছবি রয়েছে। সেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন না। কারণ তারা শুধু নিজেদের জন্য সেগুলোকে স্মরণীয় রাখতে চান। এর বাইরে তাদের প্রেম জানাজানি হওয়াতে কোনো আপত্তি নেই।

তাই ধারণা করা হচ্ছে, স্পষ্টবাদী প্রেমযুগল তামান্না ও বিজয় শিগগিরই নিজেরাই বিয়ের দিন তারিখ ঘোষণা করবেন।

ঐশ্বরিয়া-সুস্মিতার দ্বন্দ্ব যে কারণে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও সুস্মিতা সেন। ১৯৯৪ সালে ঐশ্বরিয়াকে হারিয়ে 'মিস ইন্ডিয়া'র মুকুট পরেছিলেন সুস্মিতা। নিজেদের দেশকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মান এনে দিয়েছিলেন তারা দুজনই। তবে কোথায় যেন এই দুই সুন্দরীর মধ্যে এক অদৃশ্য শত্রুতা ছিল। সব সময়ই একে অপরকে টক্কর দিয়ে চলতেন তারা। তবে 'মিস ইন্ডিয়া'র মঞ্চে ঐশ্বরিয়াকে হারানো নাকি সহজ ছিল না বলে জানান সুস্মিতা। এমনকি ঐশ্বরির ভয়ে নাকি 'মিস ইন্ডিয়া' থেকে নিজেকে সরিয়েও নিতে চেয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। প্রতিযোগিতার এক কর্মী সুস্মিতাকে জানান, আপনি নাম জমা দেওয়ার আগে ভেবে নিন। ঐশ্বরিয়াও এতে অংশগ্রহণ করছেন। সুস্মিতা তখন ফর্ম ফেরত নিয়ে নেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে বকুনি খান তিনি। পরে মায়ের কথা শুনেই আবারও প্রতিযোগিতায় যোগ দেন সুস্মিতা। অভিনেত্রীর তার মা তাকে বলেন, চেষ্টা না করেই এভাবে হাল ছেড়ে দিলে তুমি? তোমার যদি মনেই হয় ঐশ্বরিয়া খুব সুন্দরী, সে জিতবেই, তাহলে তার কাছে হারতে অসুবিধা কোথায়? অবশেষে তার ফলাফল, ঐশ্বরিয়াকে হারিয়ে মকুট জয় করেন দেন সুস্মিতা। আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ঐশ্বরিয়া। পরবর্তীতে ঐশ্বরিয়াকে নিজেই এই গল্প বলেছিলেন তিনি। সেই হার হজম করতেও বেশ কষ্ট হয়েছিল ঐশ্বরিয়ার। এরপর থেকেই দুজনের শত্রুতা, রেষারেষি কিংবা ঝামেলা নিয়ে বহু রসালো খবর উঠে আসে শিরোনামে। এরপর থেকে জনসম্মুখে একজন আরেকজনকে সম্মান দিলেও দুজনের ভেতরে ভেতরে ছিল বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর আগে 'কফি উইথ করণ' শো-তে ঐশ্বরিয়াকে নিয়ে বাঁকা প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন সুস্মিতা। যোগ্য হিসেবেই কি মিস ইন্ডিয়ার মুকুট উঠেছিল তার মাথায়? জবাব অভিনেত্রী বলেছিলেন, আমি দুটো জিনিসে বিশ্বাস করি। এক, ওই রাতে, আমি সেরা ছিলাম বলেই জেতার যোগ্যও ছিলাম। অন্য কারোর থেকে ভালো ছিলাম বলে নয়। তার একটাই কারণ আমিই সেরা। আর দ্বিতীয় হল, আমি মনে করি আমি ওই রাতে অন্য সবার চেয়ে ভাগ্যবান ছিলাম, ভাগ্য সব সময় সাহসীকে সাহায্য করে।

ছেলে আরিয়ান কোন ধর্ম মানে, জানালেন গৌরি খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রেম খাঁটি হলে কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ শাহরুখ খান ও গৌরী খানের জুটি। কলেজ জীবন থেকে তাদের প্রেম। দু'জন ভিন্ন ধর্মের। এছাড়াও নানা ধরনের বাধা এসেছে প্রেমের পথে। কিন্তু সেসব তোয়াক্কা না করেই চারহাত এক করেছিলেন তারা। সেই সম্পর্ক আজও রয়েছে অক্ষত। আজও বলিউডের 'পাওয়ার কাপল' শাহরুখ-গৌরী। সংসারে নিজেদের ধর্মেও সব সময় সমতা বজায় রেখেছেন তারা। কাউকেই পরস্পরের সঙ্গে থাকার জন্য ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়নি। সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে গৌরী বলেছিলেন, "আমরা সমতা বজায় রাখি। আমি শাহরুখের ধর্মের উপর শ্রদ্ধা রাখি। তবে তার অর্থ এই না, আমি ধর্ম পরিবর্তন করব। আমি এটা বিশ্বাস করি না। প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। প্রত্যেকে নিজের ধর্ম মেনে চলবেন, এটাই স্বাভাবিক। অন্য ধর্মের প্রতি যেন শ্রদ্ধা থাকে। শাহরুখও আমার ধর্মকে সম্মান করে।"

তবে ছেলেমেয়েরা বাবার ধর্মই বেছে নিয়েছেন। গৌরী বলেছিলেন, "আরিয়ান আসলে শাহরুখকে মেনে চলে। তাই ও বাবার ধর্ম অনুসরণ করে। আমার মনে হয় ও নিজেকে মুসলিমই বলবে। ও যখন বলেছিল, 'আমি মুসলিম', আমার মা অবাক হয়েছিলেন। তবে মা কিছু মনে করেননি। বিষয়টার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন।"

প্রতি রাতে প্রার্থনা করে তার পর ঘুমোতে যান আরিয়ান। প্রথমে মায়ের মতো করে, তার পরে বাবার মতো করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন তিনি।

যেমন 'পুরুষ' পছন্দ নায়িকাদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিনেমার পর্দায় 'মাচো' ইমেজের জয়জয়কার। অমিতাভের 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান' থেকে সানি দেওলের 'ঢাই কিলো কা হাত'- সময় যত এগিয়েছে দক্ষিণের 'ইয়ান্না রাস্কেলা', কবীর সিংয়ের প্রেমিকাকে চড় মারা, 'অ্যানিম্যাল'-এ রণবীর কাপুরের ২০০টি খুন করেও পুলিশের হাতে ধরা না পড়া সবই দর্শক গোগ্রাসে গিলেছেন এবং মনে মনে তারিফ করেছেন। দেশের বাণিজ্যিক ছবি বড্ড হিরোকেন্দ্রিক। বড্ড মারামারি। বড্ড খুনখারাবি।

এমন সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট যুগ থেকে যুগান্তর, দাদু থেকে নাতি- সব্বাই। তার মধ্যেও দু'হাত ছড়িয়ে সর্ষে ক্ষেতে দাঁড়িয়ে থাকেন শাহরুখ খান। রাহুল ও রাজের (শাহরুখের পর্দায় অভিনীত চরিত্রের নাম) প্রেমে ফিনিক্স পাখির মতো ঝাঁপ দেন মহিলারা। এ যেন এক অদ্ভুত দ্বৈরথ! সেই এসআরকে-কেও ২০২৪ সালে কামব্যাক করতে হলো 'পাঠান' ও 'জওয়ান'-এ। পুরোপুরি অ্যাকশন নির্ভর হয়ে গেলেন শাহরুখ। তার আগে 'ব্রহ্মাস্ত্র'তে ১৫ মিনিটের ক্যামিওতেও লম্ফঝম্ফ করলেন কিং।

খোদ এসআরকে যখন সুইট থেকে রাফ, সেখানে বাণিজ্যিক ছবিতে বারবারই 'অ্যালফা মেল'-এক সেলিব্রেশন বাড়ছে বই কমছে না। নির্মাতা এটিকেই বক্স অফিসের ট্রাম্প কার্ড করে ফেলেছেন। অন্যদিকে রাজ ও রাহুলে মোহিত নায়িকারা কী বলছেন? পর্দার 'অ্যালফা মেল'কে তাদের আদৌ পছন্দ কি? মেনস ডে-ও কি পালন করা উচিত? জানুন তাদের কথাও।

আমেরিকায় ঘুরতে গিয়েছেন বাঙালি অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী। সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাবু অভিনেত্রী মেনস ডে'র কথা শুনেই জানালেন তার প্রতিক্রিয়া। কোনো নির্দিষ্ট দিনকে কেন্দ্র করে সেলিব্রেশন তার পছন্দ নয়, আগেই স্পষ্ট করে দিলেন বার্তায়। তার পর বললেন, 'মেনস ডে আবার কী? আমি তো শুনিইনি দিনটা আছে বলে। আমার ওম্যানস ডে নিয়েও তেমন মাথাব্যথা নেই। কোনো দিনকেই জেন্ডার স্পেসিফিক হিসেবে সেলিব্রেট করা উচিত না।' পরিবর্তে মনুষ্যত্বের কথা বলেছেন অভিনেত্রী। তার উক্তি, 'আমি চাই মানুষের মধ্যে হিউম্যানিটি ফিরে আসুক। আমি মনুষ্যত্বকে সেলিব্রেট করায় বেশি বিশ্বাসী। আর যদি আলফা মেলদের নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেন বলব, আগে মানুষ হও। সবাইকে সম্মান করো। সেটা খুবই দরকার। বাকি সবই গৌণ।'

অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেন মেনস ডে সেলিব্রেট হওয়ার পক্ষেই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'মেনস ডে সেলিব্রেট হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওম্যানস ডে হলে কেন মেনস ডে হবে না? আমি বিশ্বাস করি, একজন পুরুষের পেছনে যেমন একজন মহিলার হাত থাকে, একজন মহিলার অগ্রগতির পেছনেও একজন পুরুষ থাকেন। পুরুষ ও মহিলার টিম তৈরি হলে, পারস্পরিক সাপোর্ট তৈরি হলে কেউই খারাপ থাকবেন না।' মেনস ডে-তে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সন্দীপ্তা। তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেসব পুরুষকে যারা তাকে সুন্দর জীবন পেতে সাহায্য করেছেন। একই সঙ্গে ধিক্কার জানিয়েছেন সেই পুরুষদেরও যারা নানাভাবে হিংসার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তাদের জন্য সন্দীপ্তার পরামর্শ, 'তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। সবার জন্য ভালো হবে।'

'আলফা মেল'দের নিয়ে কথা বলতে বলতে এক মজার কথা বলে বসলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। 'দেবী চৌধুরানী' ছবিতে প্রফুল্লর চরিত্রে কাস্ট করা হয়েছে তাকে। চিরকালই এক্সপেরিমেন্টাল চরিত্র বেছে নিয়েছেন তিনি। মহিলাদের হিরোইজমকে পর্দায় রূপ দেয়ায় তার বিশ্বাস আটুট। নায়িকারা কেবলই গাছের নিচে নাচানাচি করবেন, এ তার পছন্দ না। পাল্টা বলে ফেললেন, 'আচ্ছা, আলফা মেল কেন হয় সব সময়? আলফা ফিমেলও তো হতে পারে। সেটা কেন হয় না। কবীর সিং কেন মহিলাই হবেন, কেন কবীরা সিং হবেন না বলুন?' শ্রাবন্তীর বিশ্বাস, আলফা মেলরা আশপাশেই আছেন। তবে তার পছন্দ এমন একজন আলফা মেলকে, যিনি মর্মস্পর্শী, যার একটা মন আছে।

'লার্জার দ্যান লাইফ' মাচো চরিত্র যে সিনেমার কথা মাথায় রেখেই তৈরি হয়, বিশ্বাস করেন 'জেন জি' অভিনেত্রী লহমা ভট্টাচার্য। মিলেনিয়াল কিডদের মতো সিনেমা দেখে অলীক পৃথিবী তৈরি করেননি তিনি। তার বক্তব্য, মাচো চরিত্র কিংবা আলফা মেল্দের মাস অডিয়েন্সের গ্রহণযোগ্যতার কথা ভেবেই পর্দায় ফুটিয়ে তোলা হয়। বিষয়টা স্ক্রিনেই দেখতে ভালো লাগে। কিন্তু ব্যক্তি লহমার চিরকালই রাজ কিংবা রাহুলের মতো ছেলেদেরই ভালো লেগেছে। সে শাহরুখ খানের ওই ইমেজটারই ভক্ত। ও ভাবেই লোক তাকে চিনেছে। 'পাঠান', 'জওয়ান'-এ এসআরকে তার কাছে অচেনা মানুষ। যে পুরুষ অপরদিকের ব্যক্তিকে সম্মান করেন, তাকেই আমি পছন্দ করি। সেটাই আমার কাছে মাচোইজম! 'কবীর সিং' কিংবা 'অ্যানিমেল' ছবিতে যা দেখেছি, তাতে দর্শক হিসেবে ব্যক্তি লহমার আনকমফর্টেবল লেগেছে। ওটা বাস্তবে চলবে না। সুতরাং ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে না মেলানোই ভালো। আমার কাছে সিনেমা পর্দার সব বস্তুই, ব্যক্তিজীবন তার চেয়ে একেবারে পৃথক।

টানা তিন সেঞ্চুরিতে তিলাকের বিশ্ব রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে বিস্ফোরক এক সেঞ্চুরির মধ্যে দিয়ে অনন্য এক কীর্তি গড়েছেন তিলাক ভার্মা। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ব্যাটার হিসেবে করলেন টানা তিন সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড।

রাজকোটে শনিবার মেঘালয়ের বিপক্ষে হায়দরাবাদের হয়ে ৬৭ বলে ১৫১ রানের ইনিংস খেলেন তিলাক। বোলারদের গুঁড়িয়ে ১৪ চার ও ১০ ছক্কায় ইনিংসটি সাজান তিনি।

টি-টোয়েন্টিতে নিজের আগের দুই ম্যাচে কদিন আগেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫৬ বলে অপরাজিত ১০৭ এবং ৪৭ বলে অপরাজিত ১২০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিলাক।

এবারের ইনিংস দিয়ে ২২ বছর বয়সী প্রতিভাবান এই ক্রিকেটার অনন্য অর্জন গড়েছেন আরও। টি-টোয়েন্টিতে দেড়শ রানের ইনিংস খেলা প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান এখন তিনিই।

২০১৯ সালে সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতেই মুম্বাইয়ের হয়ে শ্রেয়াস আইয়ারের ১৪৭ ছিল ভারতীয় কোনো ব্যাটসম্যানের আগের সর্বোচ্চ ইনিংস।

নারী ক্রিকেটে অবশ্য এর চেয়ে বড় ইনিংস একটি আছে ভারতের। ২০২২ সালে সিনিয়র উইমেন'স টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে নাগাল্যান্ডের হয়ে ১৬২ করেছিলেন কিরান নাভগিরে।

ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে তিন নম্বরে প্রমোশন পেয়ে সেঞ্চুরি দুটি করেছিলেন তিলাক। শনিবার হায়দরাবাদের হয়েও তিনি নামেন তিন নম্বরেই। প্রথম ওভারেই ক্রিজে গিয়ে আউট হন ইনিংসের একদম শেষ বলে। দ্বিতীয় উইকেটে ১২২ রানের জুটি গড়েন স্রেফ ৮ ওভারেই।

তিলাকের টর্নেডো ইনিংসে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪৮ রান তোলে হায়দরাবাদ। সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে যা পঞ্চম সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস। হায়দরাবাদের সর্বোচ্চ এটিই।

পরে মেঘালয়কে ৬৯ রানে গুটিয়ে ১৭৯ রানের জয় পায় হায়দরাবাদ। ভারতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করে তারা। ২০১৯ সালে নাগাল্যান্ডকে ১৭৯ রানে হারিয়েছিল আন্ধ্রা প্রদেশ।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তিলাকের ব্যাটিং গড় এখন ৫১.৩৩, স্ট্রাইক রেট ১৬১.২৫। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তার সেঞ্চুরি হলো এখন চারটি। ১৫১ রানের ইনিংসটির পথে এই সংস্করণে ৩ হাজার রানও পূরণ হলো তার।

আগামী আইপিএলের জন্য ৮ কোটি রুপিতে তাকে ধরে রেখেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স।

নাটকীয়ভাবে পয়েন্ট হারাল বার্সেলোনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই অর্ধের দুই গোলে জয়ের পথেই ছুটছিল বার্সেলোনা। নির্ধারিত সময়ের আট মিনিট বাকি থাকতে মার্ক কাসাদো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর মুহূর্তেই পাল্টে গেল চিত্র। পরের চার মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে নাটকীয়ভাবে পয়েন্ট তুলে নিল সেল্টা ভিগো।

সেল্টার মাঠে ২৩ নভেম্বর রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। রাফিনিয়া বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান রবের্ত লেভানদোভস্কি। শেষ দিকে সেল্টার দুই গোল করেন গনসালেস ও আলভারেস।

২০২১ সালের নভেম্বরের পর এই প্রথম লা লিগার কোনও ম্যাচে দুই গোলের লিড নেওয়ার পর পয়েন্ট হারাল বার্সেলোনা। কাকতালীয়ভাবে, সেবারও তাদের প্রতিপক্ষ ছিল সেল্টা। ওই ম্যাচে একটা সময়ে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। ৯৬তম মিনিটে ইয়াগো আসপাসের গোলে ৩-৩ ড্র হয়েছিল ম্যাচ।

লিগে পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট হারাল হান্সি ফ্লিকের দল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাত জয়ের পর সবশেষ আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির আগে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা।

চোটে বাইরে থাকা লামিনে ইয়ামালকে ছাড়া টানা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে শুরুতে গুছিয়ে উঠতে একটু সময় নেয় বার্সেলোনা। পঞ্চদশ মিনিটে প্রথম ভালো আক্রমণ থেকে এগিয়ে যায় তারা। নিজেদের অর্ধ থেকে জুল কুন্দের উঁচু করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন রাফিনিয়া, সেখানে প্রতিপক্ষের একজনের বাধা এড়িয়ে বাঁ পায়ের শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি।

এই মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের গোল হলো ১৩টি, সঙ্গে অ্যাসিস্ট আছে ১০টি। এবারের লিগে রাফিনিয়ার গোল হলো ৮টি, বার্সেলোনার জার্সিতে তিন মৌসুমে লিগের এক আসরে যা তার সর্বোচ্চ। ২০তম মিনিটে দারুণ সেভে ব্যবধান ধরে রাখেন ইনিয়াকি পেনিয়া। বক্সের বাইরে থেকে ইলাইশ মোরিবার জোরাল ভলিতে বল এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান ২৫ বছর বয়সী স্প্যানিশ গোলরক্ষক।

২৬তম মিনিটে বার্সেলোনা ডিফেন্ডার জেরার্দ মার্তিনের চাপে বক্সে ইয়াগো আসপাস পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করে সেল্তা। তবে রেফারি সাড়া দেননি।

৪১তম মিনিটে দুরূহ কোণ থেকে গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে চিপ শটে জালে বল পাঠান লেভানদোভস্কি, তবে অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। তিন মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে দানি ওলমোর নিচু শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান সেল্টা গোলরক্ষক।

পরের মিনিটে আসপাসকে ফাউল করেন আগেই একটি হলুদ কার্ড দেখা মার্তিন। তাকে দ্বিতীয় কার্ড দেখানোর দাবি তোলে স্বাগতিকরা। রেফারি তা না করায় সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে উল্টো হলুদ কার্ড দেখেন আসপাস। প্রথমার্ধের বাঁশি বাজার পরও বেশ ক্ষুব্ধ দেখা যায় তাকে। ঝুঁকি এড়াতেই হয়তো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মার্তিনের জায়গায় এক্তর ফোর্তকে নামান বার্সেলোনা কোচ। পেনিয়া পোস্ট ছেড়ে একটু ওপরে থাকায় ৫৫তম মিনিটে অনেকটা দূর থেকে উঁচু করে শট করেন আসপাস, পোস্টের একটু বাইরে দিয়ে যায় বল।

৬১তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে সেল্টার ঘুরে দাঁড়ানোর পথ কঠিন করে তোলেন লেভানদোভস্কি। রাফিনিয়ার পাস বক্সের বাইরে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি তিনি। সেল্টার এক ডিফেন্ডার ক্লিয়ারের চেষ্টায় বল মারেন লেভানদোভস্কির পায়ে। বল পেয়ে ডান পায়ের শটে বাকিটা সারেন পোলিশ তারকা। এই মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ ম্যাচে ২০ গোল করলেন ৩৬ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। এর মধ্যে লা লিগায় ১৪ ম্যাচে তার গোল হলো সর্বোচ্চ ১৫টি, ৮ গোলের বেশি নেই আর কারও।

একটু পর তিন মিনিটের মধ্যে সেল্টার খেলোয়াড়দের দুটি শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দিয়ে দলকে রক্ষা করেন পেনিয়া। ৭৭তম মিনিটে দুর্ভাগ্যের কারণে গোল পাননি রাফিনিয়া। তার শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। দুই মিনিট পর আরেকটি সেভ করে জাল অক্ষত রাখেন পেনিয়া। সেল্টার একজনকে ফাউল করে ৮২তম মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মিডফিল্ডার কাসাদো। প্রতিপক্ষে একজন কম থাকার সুযোগে চাপ বাড়ায় স্বাগতিকরা।

৮৪তম মিনিটে বার্সেলোনা ডিফেন্ডার কুন্দের ভুলে সেল্টা পেয়ে যায় ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ। কুন্দে বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার পর জালে পাঠান গনসালেস। আর ৮৬তম মিনিটে ছয় গজ বক্সের কোণা থেকে গোল করে ঘরের মাঠের সমর্থকদের আরেকবার উল্লাসে ভাসান আলভারেস।

১৪ ম্যাচে ১১ জয় ও এক ড্রয়ে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ২৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে রেয়াল মাদ্রিদ, গতবারের চ্যাম্পিয়নরা অবশ্য দুটি ম্যাচ কম খেলেছে। বার্সেলোনার সমান ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে আছে সেল্টা।

যে কারণে আবারও বার্সায় ফিরছেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি বার্সেলোনা ছেড়েছে ২০২১ সালে। এর পর থেকে আর দীর্ঘদিনের সেই ঠিকানায় পা পড়েনি মেসির। কথা ছিল পিএসজির সাথে চুক্তি শেষ হওয়ার পর কাতালান ক্লাবটিতে ফেরার, কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। তবে এবার বিশেষ মুহূর্তে বার্সেলোনায় যাচ্ছেন মেসি। মেসি মূলত বার্সেলোনায় ফিরছেন ক্লাবের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে। যেখানে ন্যু ক্যাম্পের ক্লাবটিতে খেলা অনেক রথি-মহারথিরা হাজির হবে বিশেষ ওই আয়োজনে। এই উৎসবে যোগ দিতে মেসিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা। আগামী ২৯ নভেম্বর বার্সেলোনার লিসেও গ্র্যান্ড থিয়েটারে এই মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হবে।

কাতালুনিয়া রেডিওস টট কোস্টা জানিয়েছে, ক্লাব ছাড়াকালীন পুরোনো তিক্ততা ভুলে লাপোর্তা ব্যক্তিগতভাবে মেসিকে ১২৫তম বর্ষপূর্তির দাওয়াত দিয়েছেন। ২৯ নভেম্বর প্রেস্টিজিয়াস লিসেও থিয়েটারে বার্সেলোনার কিংবদন্তি জাভি হার্নান্দেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, পেপ গার্দিওলাসহ উপস্থিত থাকবেন আরও অনেক রথি-মহারথি। সূত্রমতে জানা গেছে, সেখানে বিশ্বকাপজয়ী মেসিও যোগ দেবেন। এর আগে জাতীয় দলের ম্যাচ থাকায় ইনিয়েস্তার অবসর উপলক্ষ্যে বার্সার আয়োজনে হাজির হতে পারেননি তিনি।

চলতি বছর আর কোনো খেলা নেই আর্জেন্টিনা কিংবা মায়ামির। ফলে মেসি লম্বা সময় অবকাশ যাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। তারই ফাঁকে তাকে কাতালান ডেরায় দেখা যাবে। এর আগে দীর্ঘ সম্পর্ক চুকিয়ে ২০২১ সালে অর্থনৈতিক সংকটের জেরে চুক্তি নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে নাটকীয়ভাবে ভেঙে যায় মেসি-বার্সার প্রায় দুই দশকের সম্পর্ক। সেবার চোখের জলে মেসি যোগ দেন পিএসজিতে। সেখানে দুই মৌসুম কাটিয়ে তার বর্তমান ঠিকানা ফ্লোরিডার মায়ামি।

মাঠে ফিরতে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে হোয়াইটকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাঁটুর চোট থেকে রেহাই পেতে শল্যবিদের ছুরিকাঁচির নিচে যেতে হয়েছে বেন হোয়াইটের। তাই আর্সেনাল ডিফেন্ডারের মাঠে ফিরতে এখন করতে হবে দীর্ঘ অপেক্ষা। দলটির কোচ মিকেল আর্তেতা জানিয়েছেন, সেরে উঠতে কয়েক মাস সময় লাগবে এই ইংলিশ ফুটবলারের।

গত দুই মৌসুমে আর্সেনালের নিয়মিত সদস্যদের একজন ছিলেন হোয়াইট। চলতি মৌসুমেও চোটে পড়ার আগে ৯টি লিগ ম্যাচ খেলেছেন তিনি, যার মধ্যে ৭টিতে ছিলেন শুরুর একাদশে। হাঁটুর চোট বেশ কিছুদিন ধরে ভোগাচ্ছিল হোয়াইটকে। তাই গত সপ্তাহে শেষ হওয়া আন্তর্জাতিক বিরতির মাঝে ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলারের অস্ত্রোপচার করা হয়।

আর্তেতা জানান, দুর্ভাগ্যবশত, বেনকে কয়েক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে; গত কয়েক সপ্তাহে তার অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল না, তাই আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হতো। আমরা জানি, বেন সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে, কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, আমাদের খেলোয়াড়কে রক্ষা করতে হতো।

তিনি আরও জানান, আমরা তার অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেই, সে তাতে রাজি হয়। কয়েক মাসের জন্য বাইরে থাকতে হবে তাকে। অস্ত্রোপচারের পরে তার চোটের অবস্থা কতটা দ্রুত সেরে ওঠে, দেখতে হবে। আমার মনে হয় না, (তার পুরোপুরি সেরে উঠতে) অর্ধেক বছর সময় লাগবে; তবে আমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না যে মাঠে ফিরতে তার কতদিন লাগবে।

আর্সেনালের আরেক ডিফেন্ডার তাকেহিরো তমিয়াসুরও হাঁটুর চোট মাথাচাড়া দিয়েছে। আর্তেতা বললেন, তাকেও হয়তো লম্বা সময়ের জন্য পাওয়া যাবে না।

চার ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগে টানা চার ম্যাচের হতাশাময় যাত্রার পর অবশেষে জয়ের স্বাদ পেল আর্সেনাল। দাপুটে পারফরম্যান্সে তারা সহজেই হারাল নটিংহ্যাম ফরেস্টকে। শনিবার এমিরেটস স্টেডিয়ামে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল।

বুকায়ো সাকা স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান টমাস পার্টি। শেষ দিকে তৃতীয় গোলটি করেন ইথান ওয়ানেরি।

প্রিমিয়ার লিগে আগের চার রাউন্ডে দুটি করে হার ও ড্র, চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও সবশেষ ম্যাচে আর্সেনালের সঙ্গী হয় হারের তেতো স্বাদ। মৌসুমে আত্মবিশ্বাসী শুরুর পর হঠাৎ করেই যেন পথ হারিয়ে ফেলে তারা। ব্যর্থতার জাল ছিঁড়ে চেনা ছন্দে ফেরার ম্যাচে পঞ্চদশ মিনিটে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। অধিনায়ক মার্টিন ওডেগোরের পাস বক্সে পেয়ে একাধিক খেলোয়াড়ের বাধা এড়িয়ে জোরাল শটে গোলটি করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড সাকা।

দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে দারুণ নৈপুণ্যে ব্যবধান বাড়ান পার্টি। ৮৬তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন তরুণ মিডফিল্ডার ইথান। ১২ ম্যাচে ছয় জয় ও চার ড্রয়ে ২২ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে আর্সেনাল। দিনের প্রথম ম্যাচে লেস্টার সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ১২ ম্যাচে তাদের পয়েন্টও ২২, গোল ব্যবধানে এগিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে তারা। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে নটিংহ্যাম।

বিবর্ণ সিটিকে ইতিহাসেই বিধ্বস্ত করলো টটেনহ্যাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'সকালের মধ্যেই বরখাস্ত কর'-ম্যাচ চলাকালীন টটেনহ্যাম সমর্থকরা এভাবেই বিদ্রুপ করছিলেন ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাকে ।তাতে কি একটু চাপই অনুভব করলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই কোচ?করতেই পারেন ।তার কোচিংয়ে প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমের মৌসুম একচেটিয়া তারপর দেখানো সিটি যেন জিততেই ভুলে গেছে ।একের পর এক বিবর্ণ ম্যাচ পার লীগ চ্যাম্পিয়নরা ভুলে যাওয়ার মত আরও এক হারের স্বাদ পেয়েছে।

ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে টটেনহ্যামের বিপক্ষে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-০ ব্যবধানে হেরেছে পেপ গার্দিওলার দল। ম্যাডিসনের জোড়া গোলের পর সিটির জালে তৃতীয় গোলটি করেন পেদ্রো পোরো। আর শেষ সময়ে সিটির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন ব্রেনান জনসন।

এর আগে ৭৭ ও ৭৯তম মিনিটে পরিষ্কার দুটি সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি সিটি। প্রথমে ইলকাই গিনদোয়ান ও পরে হলান্ডের প্রায় একইরকম দুরূহ কোণ থেকে নেওয়া শট রুখে দেন গোলরক্ষক ।ফলে পুরো ম্যাচে কোন গোলের দেখা পায়নি স্বাগতিকরা।

প্রিমিয়ার লিগে ছন্দপতনটা টটেনহ্যামের কাছে হার দিয়ে শুরু হয়েছিল সিটির। বোর্নমাউথ, ব্রাইটন হয়ে আবারও টটেনহ্যামের কাছে হেরেছে দলটি। মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্পোর্টিং সিপির কাছেও হারে আর্লিং হল্যান্ডরা।

২০০৬ সালের এই প্রথম টানা পাঁচ ম্যাচ হারল সিটি ।আর ইতিহাদে সিটির এটাই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে পরাজয়।

সিটির বিবর্ণতার রাতে টটেনহামের জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান জেমস ম্যাডিসনের। জোড়া গোল করেছেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। ১৩ ও ২০ মিনিটে ম্যাডিসনের ২ গোলের পর ৫২ মিনিটে পেদ্রো পোরোর ও যোগ করা সময়ে ব্রেনান জনসনের গোল ৪০ গোলের জয় এনে দেয় টটেনহামকে। ২০০৩ সালে আর্সেনালের কাছে ৫১ গোলের হারের পর সিটির ঘরের মাঠে এটিই সবচেয়ে বড় হার।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR